মালেগাঁও বিস্ফোরণে অভিযুক্তরা ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে কোন অদৃশ্য হাতের কারসাজিতে

আজ থেকে ১০ বছর আগে ২০০৮ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর মহারাষ্ট্রের মালেগাঁওয়ে এক শক্তিশালী বিস্ফোরণে মারা গিয়েছিলেন ৭ জন সাধারণ মানুষ। এতে মারাত্মক বিস্ফোরক আরডিএক্স ব্যবহৃত হয়েছিল বলে জানা গেছে। ঘটনায় মূল অভিযুক্ত দয়ানন্দ পাণ্ডের নির্দেশে কর্নেল শ্রীকান্ত পুরোহিতই আর ডি এক্স জোগাড় করেছিলেন বলে তখনই অভিযোগ উঠেছিল। ১২ জন অভিযুক্তের অনেকেই আরএসএস, সঙ্ঘ পরিবারের সঙ্গে যুক্ত ছিল। মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা বলেই বিস্ফোরণের জন্য মালেগাঁওকে বেছে নেওয়া হয়েছিল বলেই সাধারণ মানুষ এমনকী তদন্তকারীরাও মনে করেন। কিন্তু মালেগাঁও বিস্ফোরণে অন্যতম অভিযুক্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল শ্রীকান্ত পুরোহিত প্রায় ৯ বছর জেল খাটার পর হঠাৎ জামিন পেয়ে যাওয়ায় দেশের মানুষ অবাক। অদ্ভুত বিষয়, জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ) এবং মহারাষ্ট্র পুলিশের অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াড (এটিএস)-এর পরস্পরবিরোধী রিপোর্টের ফাঁক গলে জামিন পেয়ে গেলেন পুরোহিত। এর আগে এই বিস্ফোরণে অন্যতম অভিযুক্ত সাধ্বী প্রজ্ঞাকে ক্লিনচিট দিয়েছিল এনআইএ। তখনও অভিযোগ উঠেছিল, হিন্দুত্ববাদী সংগঠন আরএসএস ঘনিষ্ঠ বলেই দোষী হওয়া সত্ত্বেও অন্যায়ভাবে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তাঁকে। কর্নেল পুরোহিত ছাড়া পেতে এবারও এই প্রশ্ন উঠেছে। এই অভিযোগের পিছনে যথেষ্ট ভিত্তিও রয়েছে।

২০০৮ সালে ঘটেছিল মালেগাঁও বিস্ফোরণ। তদন্ত চলছে বহু বছর। প্রাক্তন সেনা অফিসার পুরোহিতের বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্র সংগঠিত অপরাধ দমন আইনে করা মামলা আগেই খারিজ হয়ে যাওয়া নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। এই বিস্ফোরণের ঘটনায় উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংস্থা অভিনব ভারতের নাম জড়িয়ে যায়। এর সদস্য সাধ্বী প্রজ্ঞা এবং আরএসএস ঘনিষ্ঠ সেনা অফিসার শ্রীকান্ত পুরোহিতকে দোষী সাব্যস্ত করে এটিএস। এটিএসের তদন্তে এরা দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরপরই প্রধান তদন্তকারী পুলিশ অফিসার হেমন্ত কারকারে মুম্বইয়ে সন্ত্রাসবাদী হামলার সময় প্রাণ হারান। তাঁর মৃত্যু নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল যে সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় তাঁকে যেন মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। থানা থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে ঘটনা ঘটা সত্ত্বেও আহত এটিএস প্রধানকে ঘটনার ৪০ মিনিট পর উদ্ধার করা হয়। তাঁর বুলেটপ্রুফ জ্যাকেটটি পর্যন্ত খুঁজে না পাওয়ায় সন্দেহ দেখা দেয় এই হত্যার পিছনে রয়েছে অদৃশ্য হাত। সমঝোতা এক্সপ্রেস বিস্ফোরণে অভিযুক্ত আর এক আরএসএস সংগঠক স্বামী অসীমানন্দকেও ২০১৭-র শুরুতে রেহাই দেয় এনআইএ। স্বাভাবিকভাবেই তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ-কে নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। সরকারের বকলমে বিশেষত প্রধানমন্ত্রী, বিজেপি সভাপতি এবং তাদের বশংবদ জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার প্রত্যক্ষ নির্দেশে চলা এই সংস্থার তদন্ত হিন্দুত্ববাদীদের বিপক্ষে যাবে না এ বিষয়ে কারও সংশয় ছিল না। এনআইএ-র প্রধান শরদ কুমারের কার্যকাল শেষ হওয়া সত্ত্বেও বিজেপি সরকার তার মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়ায় সন্দেহ আরও গাঢ় হয়। অবশেষে কর্নেল পুরোহিতের রায়-এ রহস্যের হদিশ মেলে। পুরোহিতকে ক্লিনচিট দিতেই এনআইএ-এর তদন্ত রিপোর্ট জমা পড়ার ক্ষেত্রে এই টালবাহানা, তা প্রকাশ্যে এসে যায়। বিজেপি-আরএসএসের আস্থাভাজন আর কোনও ব্যক্তিকে খুঁজে না পাওয়ার কারণে, নাকি তদন্ত হিন্দুত্ববাদীদের পক্ষে চালিত করতেই প্রধান বদল করা হয়নি, সেই প্রশ্ন উঠছে।

সমঝোতা এক্সপ্রেস, গোধরা এক্সপ্রেসে অগ্নিকাণ্ড, মালেগাঁও বিস্ফোরণ মামলা এ ধরনের নানা ঘটনায় অভিযুক্ত হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের নেতারা ছাড়া পেয়ে যাচ্ছেন বিজেপি নেতাদের প্রত্যক্ষ মদতে। বিজেপি সরকারের আমলেই ভারত অপরাধকর্মে শ্রেষ্ঠ স্থান দখল করেছে, দুর্নীতিতে শীর্ষ স্থানে অধিষ্ঠিত হচ্ছে। তাদের স্বচ্ছ ভারতের স্লোগান আসলে ভারতকে অপরাধমুক্ত, দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য নয়, অপরাধের স্বর্গরাজ্য বানানোই এদের একমাত্র কাম্য। তাহলে তাদের শাসন হিন্দুত্ববাদী দুষ্কৃতীদের সহায়তায় বহালতবিয়তে চলতে পারবে। কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। দেশজুড়ে বিজেপির অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ ক্রমাগত বাড়ছে। ফলে তাদের স্বার্থসিদ্ধি সহজে হবে না।